পূর্বস্থলীর চুপিচরে কর্মযজ্ঞ, বিপন্ন পরিযায়ী পাখিরা

রানা সেনগুপ্ত

পূর্বস্থলী (বর্ধমান): পূর্বস্থলীর চুপিচরে একটি পর্যটন কেন্দ্র তৈরির কাজ চলায় ওই পাখিরালয়ে এ বার পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমে গিয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাখিরা ভিড় জমিয়েছে চুপিচর থেকে দু'কিলোমিটার দূরে রুকুনপুরে। কর্মযজ্ঞের গোলমালে পরিযায়ী পাখিরা চুপিচর ত্যাগ করেছে, বন বিভাগের এমন ব্যাখ্যা থাকলেও এলাকার মানুষের অভিযোগ, ক্রমাগত বিষাক্ত খাবার চরে ছড়িয়ে পাখি নিধনের কারণেই পরিযায়ীরা অন্য জায়গা বেছে নিয়েছে।

পূর্বস্থলীর চুপিচর ও কাষ্ঠশালীতে জেলা পরিষদ ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির প্রস্তুতি চলছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'আনন্দনগর'। এর পাশাপাশি জলাভূমি উন্নয়নের কাজেও হাত দেওয়া হবে। ওই পর্যটন কেন্দ্র গড়তে জেলা পরিষদ নাবার্ডের কাছে তিন কোটি টাকা ঋণ চেয়েছে। এ ছাড়াও চুপিচরের আশেপাশে রাস্তা, কালভার্ট তৈরি খাতে আরও ৬৮ লক্ষ টাকা। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই পর্যটন কেন্দ্রের কাজ শেষ করতে বছর আটেক লেগে যাবে। কিন্তু যাদের কেন্দ্র করে আনন্দনগর গড়ে উঠছে, সেই পরিযায়ী পাখিদের মনেই এখন নিরানন্দ। পরিযায়ীরা রীতিমতো বিপন্ন হয়ে পড়েছে এখানে।

ভাগীরথী নদীর একটি পরিত্যক্ত খাত এখানে হ্রদের চেহারা নিয়েছে। এখানে প্রচুর মাছ, কাঁকড়া, শামুক, গুগলি, ব্যাঙ রয়েছে। ওই খাদ্যভাণ্ডারের টানে সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া, চিন, তিব্বত, লাদাখ ছেড়ে শীতে বেরিয়ে পড়ে পাখির দল। তখন সরাল, বালিহাঁস, খন্তেহাঁস, সূচিপুচ্ছের মতো অনেক প্রজাতির পাখির ভিড় জমে চুপিচরে। বন বিভাগ সূত্রের খবর, ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ৭৪ রকম প্রজাতির পাখিদের আনন্দনগর এই চুপিচর। কিন্তু বন দফতরের নজর এড়িয়ে এখানে পাখিশিকারীর সংখ্যা বাড়ছে বলে এলাকার মানুষ জানান।

কাষ্ঠশালীর বাসিন্দা সঞ্জয় সিংহ এক সাক্ষর যুবক। লিখতে শেখামাত্র ওই যুবক জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, পরিযায়ী পাখিদের ডিম নষ্ট হচ্ছে। তাদের বাসা ভেঙে যাচ্ছে। সঞ্জয়ের অভিযোগ, স্থানীয় বলদেডাঙা, মেটেডাঙা, মেড়তলা এলাকায় বিষমেশানো ধান ছড়িয়ে পরিযায়ী পাখিদের মেরে ফেলা হচ্ছে। তার প্রমাণও সঞ্জয়ের কাছে ছিল বলে তাঁর দাবি। বেশ কয়েক দিন আগে চুপিচর থেকে একটি মুমূর্ষু পাখিকে তুলে এলে ঘরে রেখে শুশ্রূশা করেন তিনি। পরে সেটিকে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জংলি'-র সম্পাদক রাজা চক্রবর্তী বলেন, "দীর্ঘ দিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে মেড়তলায় পাখিশিকার বন্ধ করা গিয়েছে। সেই সঙ্গে চরে বনভোজন ও মাইক বাজানো বন্ধ হয়েছে।"

বর্ধমানের বনাধিকারিক শক্তিশঙ্কর দে অবশ্য চুপিচরে পাখি হত্যা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারেননি। তিনি বলেন, "কালনায় আমাদের কোনও রেঞ্জ অফিস নেই। কাটোয়া রেঞ্জ অফিস থেকে লোকজনকে ওখানে পাঠানো হয়। তাঁরা পাখি মারা নিয়ে তেমন কিছু জানতে পারেননি। তবে, চুপিচরে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এ বারও পাখি অনেক কম এসেছে। হয়তো পাখি শিকার এর কারণ।" 'জংলি'-র অভিযোগ, কাষ্ঠশালীতে পাখি দেখার জন্য যে 'ওয়াচ টাওয়ার' বানানো হয়েছে, তা কয়েক দিন পরেই পরিত্যক্ত হবে। কারণ পাখি না থাকলে লোকজন ওয়াচ টাওয়ারে উঠবেন কেন? জেলা পরিষদের সভাধিপতি রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অনেক দিন ধরে পরিযায়ী পাখি এখানে আসছে বলে ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। তা ছাড়া, কাজকর্ম সবই হচ্ছে বন বিভাগের জলাভূমি গবেষণা বিভাগের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে।" তবে, পূর্বস্থলীর চুপিচরে যে পাখি শিকার হচ্ছে, তা কবুল করেছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতিও।